RESEARCH CELL REPORT (2024- 26)

Research is the centerpiece of all academic and intellectual life. The **NAC Research & Development Cell** is committed to sensitizing faculty to the vital importance of original research and supporting them through the dissemination of latest discipline-specific insights. To streamline these efforts, the Cell has conducted several strategic meetings over the last two academic years including targeted consultations with individual departments to address discipline-specific needs.

The significant initiatives and achievements of the Cell during this period are detailed below.

INSTITUTIONAL CATALYST: COLLEGE-FUNDED RESEARCH PROJECTS

A cornerstone of the Research Cell's mission is the internal grant scheme, which provides financial impetus to faculty members for high-impact, short-term research. Under this initiative, the College provides a seed grant of **Rs. 25,000/-** per project for a duration of one year.

- **Widespread Participation -**To date, **31** faculty members have successfully availed of these grants, reflecting a vibrant interest in institutional research. Over the last two years, **17** comprehensive projects have been submitted and successfully concluded.
- **Rigorous Peer Review -** To maintain high academic standards, every project undergoes a stringent evaluation process by renowned external experts before being deemed complete.
- **Tangible Outcomes:** This internal funding has served as a successful incubator, yielding a significant number of peer-reviewed publications in reputed journals over the last two years.
- **Research Acknowledgement:** To honour these academic contributions, the Research Cell has formally awarded **Certificates of Completion** to the principal investigators, acknowledging their dedication to advancing the college's research footprint. Given below are two photos from the Completion Certificate Distribution Ceremony.

NEW ALIPORE COLLE
NEW ALIPORE COLLEGE
Certificate of Completion
60

NEW ALIPORE COL
NEW ALIPORE COLLEGE
Certificate of Completion
60

MEDIA RECOGNITION AND CRITICAL ACCLAIM

The impact of the College-Funded Research Projects has extended beyond the campus into the public sphere. Highlighting the success of this scheme, three books published by our faculty from the Department of History—the direct outcomes of their college-funded projects—received a significant favourable review in the esteemed newspaper ‘Kalantar’ on 26th August 2024. Such external validation in the public press underscores the academic rigour and social relevance of the research being nurtured at NAC.

কলকাতা, ২৬ আগস্ট, ২০২৪

আলোচনা : বইপত্র

২৪ আগস্ট কলকাতার জন্মদিন নয়

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

১৯৯০ সাল। কলকাতার তিনশো বছর উদযাপন নিয়ে সে এক সাংঘাতিক হুজুগ শহর জুড়ে। এই হুজুগের জন্ম এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে যে ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট জোব চার্নক কলকাতা শহরের পত্তন করেন। কলকাতা, গোবিন্দপুর আর সুতানুটি এই তিনটি গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠে কলকাতা শহর, এমনটাই এক সময়ে বলা হত। সে ভাবনায় বদল এসেছে। গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। বেহালার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার আদালতে মামলা করেছেন। ইতিহাসবিদরা তাঁদের মতামত দিয়েছেন। এখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে কলকাতার কোনও জন্মদিন নেই। সত্যি কথা বলতে কি এরকম কোনও জন্মদিন হয় না, হতে পারে না। শহর কি আর নির্দিষ্ট একটা দিনে গড়ে ওঠে! যে তিনটে জায়গা নিয়ে কলকাতা তার মধ্যে সুতানুটির ইতিহাস নিয়ে চর্চা গত চার দশকে অনেকটা হয়েছে। সাধারণভাবে কলকাতার ইতিহাস নিয়ে চর্চাও এযাবৎ কম হয়নি। বিশেষ করে বলতে চাইব কলকাতার ভৌগোলিক ইতিহাস নিয়ে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রমানাথ দাসের বই ‘কলিকাতার মানচিত্র’। পরবর্তীকালে কলকাতার রাস্তাঘাট, গলিঘুঁজি নিয়ে চর্চা করে একাধিক বই লিখেছেন পি টি নায়ার। জন্মসূত্রে মালয়ালি, কেরালার এই গবেষক কলকাতাকে আপন করে এই শহরে কাটিয়েছেন তাঁর গোটা জীবনটাই। পরে কেরালা ফিরে যান। ২০২৪এ প্রয়াত হলেন তিনি। এই মানুষটির লেখা বই না হাতড়ে বোধহয় কলকাতাকে চেনা সম্ভব নয়। একই কথা প্রযোজ্য ১৯১৫ সালে প্রকাশিত পি এম বাগচির ‘স্ট্রিট ডাইরেক্টরি’র ক্ষেত্রে। বিপুল পরিশ্রমে নির্মিত এই বইটির নতুন সংস্করণ বের হয়েছে ১৪২২ বঙ্গাব্দে।

এই উদ্যোগও যে প্রথম ছিল তা নয়। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে একটি বই বেরিয়েছিল ‘কলিকাতাদর্শক: ইতিহাস, বর্ণনা, দর্শনীয় স্থান, রাস্তা ও ডাইরেক্টরী’। দুঃখের বিষয় এই বইয়ের লেখকের নাম জানা যায় না।

সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ কলকাতার ইতিহাস নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন। সাহেবদের স্মৃতিকথাকে ভিত্তি করে তিনি ১৯৬২তে লিখেছেন ‘সুতানুটি সমাচার’। সুতানুটির ইতিহাস আর ঐতিহ্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে সুতানুটি পরিষদ। ফলে কলকাতার স্থানগত ইতিহাস-চর্চা অনেকটাই উত্তর কলকাতাকেন্দ্রিক।

যে অঞ্চল আগে ছিল গোবিন্দপুর তা আজকের ভবানীপুর। কিন্তু এই অঞ্চল নিয়ে তেমন ইতিহাসচর্চা কৈ? তারিণীচরণ ঠাকুরের ‘ভবানীপুর কাহিনী’ নামে একটা বই বেরিয়েছিল ১৩০৮ বঙ্গাব্দে। প্রকাশক ছিল সখা প্রেস। সে বইয়ের কথা শুনেছি, দেখার সুযোগ হয়নি। একেবারে হাল আমলে ২০২৪এ অজয় গঙ্গোপাধ্যায় এবং রঞ্জনা মণ্ডলের সম্পাদনায় বেরিয়েছে ‘ভবানীপুর দর্পণ’। তবে তার আগে ২০২৩-এ বেরিয়েছে রঞ্জনা মণ্ডল এবং আর দু’জন লেখকের (উৎপল সরকার এবং শ্রাবণী দত্ত) লেখা তিনটে বই। ভবানীপুরের ইতিহাস নিয়ে লেখা তিনটে বই একসঙ্গে বের হওয়াটা ভবানীপুরের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্যাপারটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, যে তিনজন লেখক এই তিনটে বই লিখেছেন সেই তিনজনই পেশাদার ঐতিহাসিক। তিনজনেই একই কলেজে ইতিহাস পড়ান। আর এই বই তিনটে বেরিয়েছে তাঁদের কলেজের গবেষণা কেন্দ্র থেকে। কলেজ অবশ্য ভবানীপুর অঞ্চলের নয়; কলেজের নাম নিউ আলিপুর কলেজ। কোনও কলেজের নিজস্ব গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে বের হওয়া এরকম প্রকাশনা বেশ অভিনব। কাজেই বইগুলোতে থেকে যাওয়া টুকটাক ভুলকে উপেক্ষা করে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাতেই হয়। পেশাদার ইতিহাসবিদরা অঞ্চলচর্চায় মনোযোগী হলে নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা আরও সমৃদ্ধ হবে।

উৎপল সরকারের বইয়ের নাম ‘গোবিন্দপুর থেকে ভবানীপুর জনপদকথা’। বইটিতে লেখক প্রথমে ভবানীপুরের ভূগোল অনুসন্ধান করেছেন অতীতের মানচিত্রের মধ্যে। মানচিত্রগুলো ছোটে আকারে হলেও ছাপা হয়েছে যথাযথভাবে।

উনিশ শতকের শেষের দিকের এক মানচিত্রে লেখক দক্ষিণ শহরতলির এক গ্রাম হিসেবে ভবানীপুরের নাম পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এই বইয়ের বড় আকর্ষণ ভবানীপুরের পুরনো লোকদের লেখায় এবং মুখের কথায় বর্ণিত ভবানীপুরের কড়চা। লেখক বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করেছেন ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া স্কুলের ছাত্র স্থানীয় অধিবাসী নট ও নাটাকার অহীন্দ্র চৌধুরীর আত্মকথা ‘নিজেরে হারায়ে খুঁজি’ তবে বইতে প্রদত্ত এর প্রকাশনাতথ্য অসম্পূর্ণ।

লেখকের ইতিহাস অনুসন্ধানে পুরনো বইয়ের দোকানে হানা দেওয়ার অভিজ্ঞতা পড়তে ভাল লাগে। কথায় কথায় উঠে এসেছে জনপদে থাকা মানুষের ইতিহাস। তিনি দেখিয়েছেন সরকারি স্কুল বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল ছিল ১৯৪৬এর দাঙ্গাদুর্গতদের আশ্রয়স্থল। আবার তিনি কথা বলেছেন ভবানীপুরের শিখদের সঙ্গে, যাঁরা ১৯৮৪ তে ইন্দিরা গান্ধির হত্যার পর শিখ নিধনে বিপন্ন হয়েছিলেন।

কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চল সেসময় দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় তাঁদের কাছে অনেক নিরাপদ ছিল। বইতে ক্ষেত্রসমীক্ষার ছাপ আছে। আছে রাস্তার কথা। রাস্তার নাম শুধু নয়, সে নাম কেন কিভাবে হল, সেকথাও লেখা হয়েছে। বলা হয়েছে রাস্তার নতুন নামের কথাও।

রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশক হল নানান বাড়িঘর। ব্যক্তিগত বাড়ি যতটা, তার চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল প্রতিষ্ঠানের বাড়িঘর। রঞ্জনা মণ্ডলের বইয়ের বিষয় ভবানীপুরের প্রতিষ্ঠান। তিনি পাঠককে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন ভবানীপুরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। এর মধ্যে রয়েছে এই এলাকার বিশিষ্ট স্কুলের কথা। সাউথ সাবার্বান স্কুল, বেলতলা গার্লস স্কুল, সাউথ ক্যালকাটা ন্যাশনাল স্কুল, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল, চক্রবেড়িয়া হাই স্কুল, মিত্র ইন্সটিটিউশন প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী স্কুলের বিকাশের ইতিহাস আর তার বিশিষ্ট ছাত্রছাত্রীর কথা পড়তে ভাল লাগে। প্রশ্ন জাগে, এই অঞ্চলের একমাত্র সরকারি স্কুল, ১৯২৭এ প্রতিষ্ঠিত বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের কথা আলোচনায় এল না কেন? অ্যালবামে ভবানীপুর অংশে ক্যাপশনসহ গত পুরনো আলোকচিত্রকে ‘স্মৃতিজাগানিয়া’ বলে মনে হয়। লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এলাকার পুরনো গ্রন্থাগার, বইয়ের দোকান, প্রাচ্য সমাজ, চার্চের মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত। নিঃসন্দেহে ভারি জরুরি কাজ। চন্দন বসুর প্রচ্ছদটিও চমৎকার।

শ্রাবণী দত্তের বইয়ের নাম ভবানীপুরের ইতিহাস ও কৃতীসন্তান কথা। এই বইতে প্রথমে ভবানীপুরের ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তার পরের অংশে আলোচিত এই এলাকার ধর্মচর্চার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। তবে ০এই দুটো অংশ বইয়ের নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁর বর্ণিত ভবানীপুরের কৃতী সন্তানদের মধ্যে রয়েছেন সাহিত্যিক অভিন্তকুমার সেনগুপ্ত, নাট্যব্যক্তিত্ব অহীন্দ্র চৌধুরী, শিক্ষাবিদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাপ্রসারক সরলা রায়, সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আইনজীবী শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রমুখ। তবে নামগুলো কোনও নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করে লেখা নয়। এটা হয়তো নামের বর্ণানুক্রমিক হলে পাঠকের পক্ষে সুবিধা হত। এঁদের কারুর কারুর নামে ভবানীপুরে রাস্তা আছে। তবে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি অনেক খুঁজেও পাওয়া যায়নি জেনে মন খারাপ হয়ে যায়।

গোবিন্দপুর থেকে ভবানীপুর জনপদকথা, উৎপল সরকার। ভবানীপুরের প্রতিষ্ঠান পরিচয়, রঞ্জনা মণ্ডল। ভবানীপুরের ইতিহাস ও কৃতীসন্তান কথা, শ্রাবণী দত্ত। তিনটি বইয়েরই প্রকাশক অরিয়ল পাবলিকেশন, ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩ এবং প্রকাশকাল ২০২৩। মূল্য যথাক্রমে ২০০, ২৫০ এবং ২০০ টাকা।

FLAGSHIP PUBLICATION - BREATHING EARTH: ESSAYS ON ENVIRONMENT

A landmark achievement for the Research Cell was the publication of the Edited Volume entitled 'Breathing Earth: Essays on Environment.' This book serves as a testament to the multidisciplinary research talent within our institution, featuring scholarly contributions from several faculty members of the Social Sciences.

FACULTY PRESENTATIONS

The Research Cell has organized multiple faculty presentations on diverse topics- from ecological conservation to cutting-edge AI - at regular intervals over the last two years. The aim has been to provide a dedicated platform for faculty members to share their findings, insights and expertise with their peers. The exercise has been highly successful, not only in disseminating information, but also in inspiring other faculty and students to pursue rigorous academic investigations.

SELECTED HIGHLIGHTS

- **Presentation I – Date 8.7.2025,**
  Speaker: Dr. Sumita Swar (ENVS)
  Topic: Water Quality of East Kolkata Wetlands, Adi Ganga Canal & Rabindra Sarovar: A Comparative Study & Correlation with Seasons & Green Cover

- **Presentation II – Date 3.4.2025,**

  Speaker: Prof. Tanusree Gaine (ENVS)

  Topic: Effect of Tropical Cyclone on Honey Production from Selected Forest Fringe Villages of Indian Sundarbans.

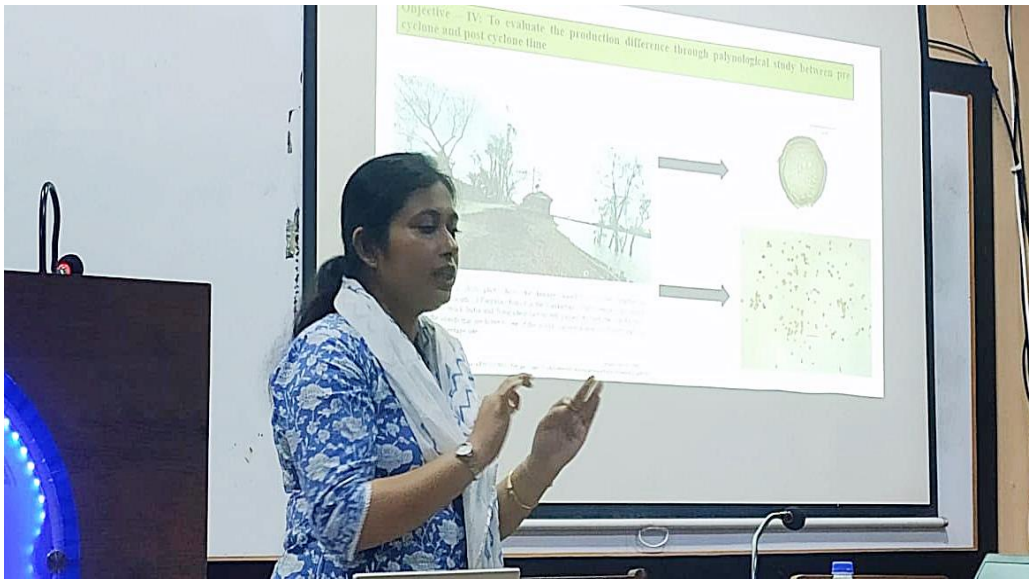

-

- **Presentation III – Date 6.2.2025**

  Speaker: Dr. Pooja Rai (Computer Science)

  Topic: Development of a Dependency Treebank for Nepali, an under resourced language.

- **Presentation IV – Date 6.2.2025**

  Speaker: Dr. Sourav Pramanik (Computer Science)

  Topic: Prediction of Breast diseases through Deep Learning Based Computer Assisted Diagnosis System using images captured by non-invasive modality.

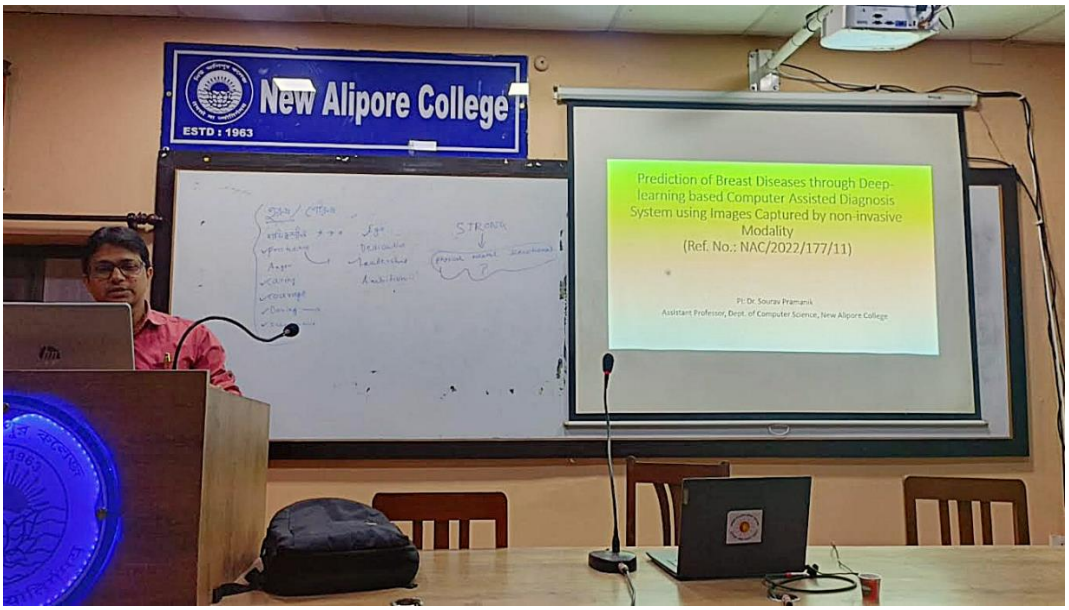

ENHANCING RESEARCH ETHICS AND ACADEMIC INTEGRITY

The Research Cell has established a mechanism of regular checking of faculty articles for publication with the help of the Calcutta University Library. In our pursuit of academic excellence, the Research Cell has upgraded its quality control infrastructure. While we previously relied on the external support of the Calcutta University Library, the College has now invested in **Drillbit Plagiarism detection software.** This dedicated software for similarity detection is now a cornerstone of our research support services, ensuring that all faculty publications adhere to international ethical standards.

Current Progress & Impact: To date, **95 faculty articles** have been screened through this system. This mechanism has streamlined the pre-publication process, providing faculty with immediate feedback and ensuring that all institutional output is beyond reproach.

INITIATIVE TO PROMOTE FACULTY MOBILITY

One of the most successful interventions by the Research Cell has been the **Seminar Grant Scheme**, managed in association with the **Seminar Grants Committee**. The aim was to facilitate the dissemination of original research at both National and

International levels by support faculty mobility for paper presentations at national and international conferences. Up to Rs.30,000/- is reimbursed for Registration fees and Transport costs for Paper Presenter/Resource Person for presentation anywhere outside India.

- **Current Progress & Impact:** This initiative has been met with high enthusiasm and has significantly increased the college's visibility in the national and international research landscape. Till date, **20 faculty members** have already benefited from this scheme, successfully presenting their work at various academic platforms.

▪ QUANTIFYING SUCCESS: A STATISTICAL OVERVIEW

The primary objective of the Research Cell's multifaceted initiatives—comprising internal funding, seminar travel grants, and plagiarism screening—is to translate academic inquiry into formal publications. The effectiveness of these interventions is best demonstrated by the clear year-on-year growth in the number of articles published in National and International journals as reflected in the Bar Chart below.

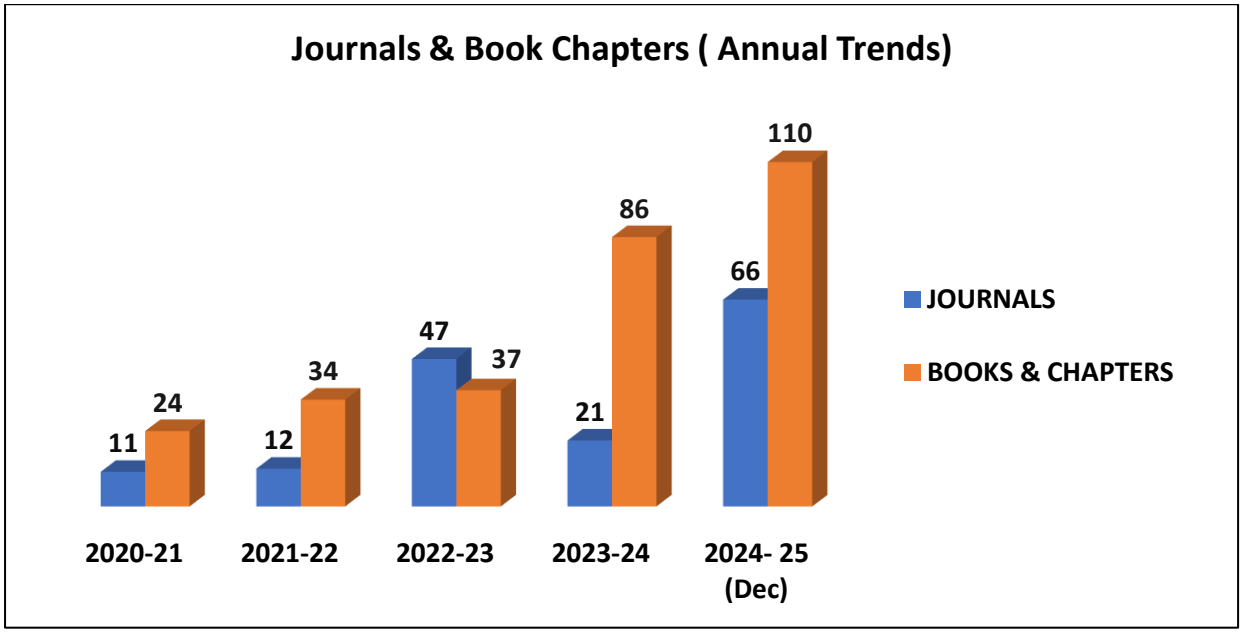

Given below is the graphical representation of the significant upward trajectory in the number of papers published in peer-reviewed and indexed journals over the last 5 years. This graph represents more than just numbers; it represents the successful integration of research into the professional life of our faculty.

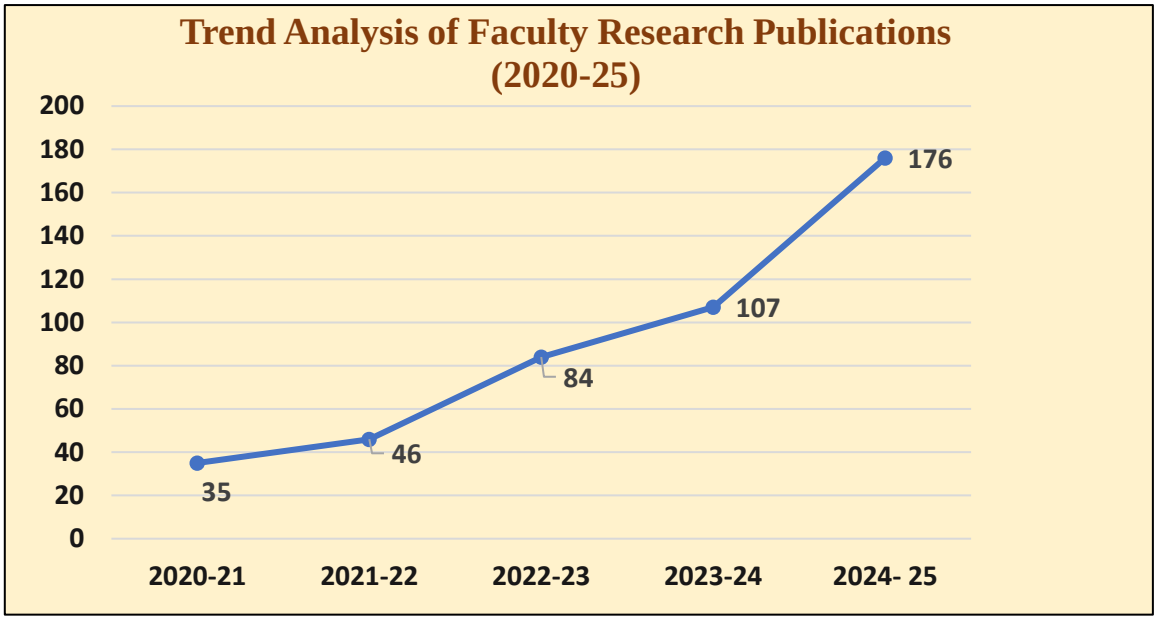

Based on this current trend, the Research Cell anticipates a further 20% growth in the coming academic cycle as more applications for funded projects have already been received and is presently under review.

CONCLUSION & ACKNOWLEDGEMENT - The significant strides made by the Research & Development Cell over the past few years would not have been possible without the unwavering support of the College Administration. The Research Cell wishes to express its profound gratitude to Principal Sir for the visionary leadership and academic freedom he provided us with to launch these initiatives and to the Governing Body for their foresight in sanctioning internal research grants and investing in plagiarism detection software, which have laid the foundation for academic integrity. We remain deeply indebted to all members of the IQAC for their collaborative spirit and, especially to Dr. Dhrubajyoti Banerjee, Coordinator, IQAC for his mentorship and constant encouragement that allowed the Research Cell to flourish. We remain committed to push the boundaries of excellence and enhance the research footprint of the college.